ঠাস-বুনোট প্রমাণ

ডিয়েট্রিক থেডেন

ঠাস-বুনোট প্রমাণ

□ Well-woven Evidence □

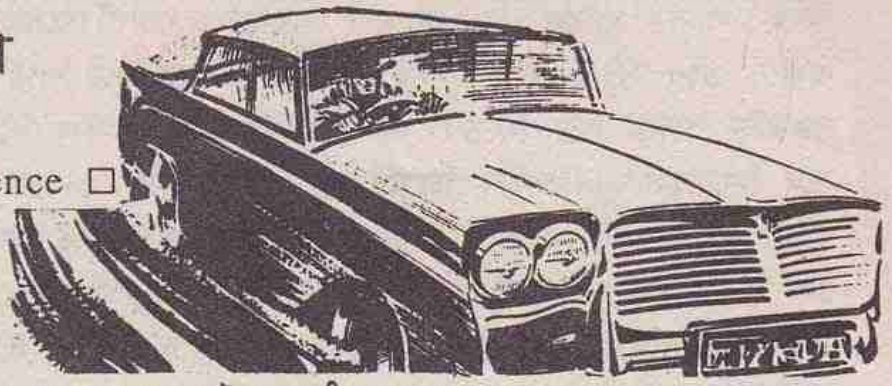

ডিয়েট্রিক থেডেন

প্রিয় বন্ধু : কয়েক সপ্তাহ আগে আপনার ভাইয়ের বাড়িতে আপনার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের এবং সেই অবকাশে তখন পর্যন্ত আপনার বন্ধুত্ব যে অটুট ছিল সেটা উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের সেই সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় আমাদের অতীত স্মৃতিকে নতুন করে স্মরণ করবার এবং ভবিষ্যতের জন্য সমান সুখকর আশাকে বাস্তবায়িত করার যৌথ-প্রচেষ্টার আলোচনার ভিতর দিয়েই দিনটা কেটে গিয়েছিল। আজ আমি অন্য একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছি : একটা গভীর মানসিক উদ্বেগ নিয়ে আপনাকে স্মরণ করছি কেবলমাত্র বন্ধু হিসাবে নয়, বরং পুলিশের একজন বড়কর্তা হিসাবে। বন্ধু হিসাবে আমি হয়তো আরও বেশী বিস্তারিত ব্যক্তিগত বিবরণের মধ্যে যেতাম, কিন্তু যেহেতু আজ আমি আপনার কাছে এসেছি সরকারীভাবে, তাই একটি খুবই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব, এবং আপনাকে অনুরোধ করব, আমার কাছে এমন একজন সুপরীক্ষিত ও সক্ষম গোয়েন্দা কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিন যিনি এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। ব্যাপারটা এই রকম :

১৮ই জুন, রবিবার আমার ব্যবসার গদী থেকে ৫৮,০০০ মার্ক লুঠ হয়ে গেছে। আপনি জানেন আমরা এখানে একটা ছোট শহরে বাস করি, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় সারা দিনের জমা-পড়া টাকাটা ব্যাংকে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কয়েক দিনের জন্য সে টাকাটার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হয়। অবশ্য আমি সর্বদাই চেষ্টা করি যাতে এক সপ্তাহ কাজ চালাবার মত প্রয়োজনীয় টাকার চাইতে বেশী টাকা আমাদের হাতে না জমতে পারে ; দশ, বা বড় জোর, পনেরো হাজার মার্ক সাধারণত আমাদের সিন্দুকে রাখা হয়। অবশ্য আলোচ্য রবিবারের আগের দিন একটা অস্বাভাবিক রকমের বড় সংখ্যার মোটা ভুক্তানের জন্য টাকাটা সরাসরি আমাদের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদিও রীতিমাফিক সেটা পাঠাবার কথা আমাদের হামবার্গের ব্যাংকে। এই অতিরিক্ত টাকা জমা পরার কারণ হল—আমাদের এই বাড়িতেই অনেকগুলি নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন নক্সা ও বুননির একটা বেসরকারী প্রদর্শনী চলছিল, আর সেটা পরিদর্শনের জন্য আমাদের অধিকাংশ বড় বড় খদ্দেরের প্রতিনিধিরা স্বশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন। এই সুযোগে অনেক দিনের জমে-থাকা বিলের টাকা তারা মিটিয়ে দেন। ভদ্রলোকরা সকলেই শনিবার সন্ধ্যায় এখান থেকে চলে যান, আর রবিবার সকালে আমার ক্যাশিয়ার ও আমি নিজে সিন্দুকের ভিতরকার টাকাটা

www.BanglaBook.org

গুণে আবার মিলিয়ে দেখি। সুতরাং নিশ্চয় চুরিটা হয়েছে হয় রবিবার বিকেলে, অথবা রবিবার থেকে সোমবারের রাতের কোন এক সময়ে; অবশ্য এর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক তা আমি বলতে পারি না; কিন্তু সোমবার সকালে আমার গদীতে ঢুকে আমার কেরাণীদের খুবই উত্তেজিত দেখি। জানালার কাঁচে সাবান মাখিয়ে বাইরে থেকে ভাঙা হয়েছে, বড় সিন্দুকটাকে দেয়াল থেকে সরিয়ে পিছন দিক থেকে ভাঙা হয়েছে। সব সোনা ও নোট, পরিমাণটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উধাও হয়েছে, ড্রাফট্‌-ভরা খামগুলিতে কেউ হাত দেয় নি।

যখন টাকাটা বিলি করা হয় তখন অপরিচিত কেউ উপস্থিত ছিল না। তাহলে আমার মতে মাত্র একটি দুঃখজনক ব্যাখ্যাই বাকি থাকছে—আমার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত লোকেদের মধ্যেই কেউ একজন এই ভাবেই আমার বিশ্বাসের প্রতিদান দিয়েছে। যে টাকাটা চুরি হয়েছে সেটা আমি সহজেই মেনে নিতে পারতাম; কিন্তু আমার কর্মচারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমনই যে তাদের মধ্য থেকেই চোরকে পাওয়া যাবে এ চিন্তাটাই আমাকে ভীষণভাবে আঘাত করবে। এখনও কিছুই প্রমাণ হয় নি, তাই এখনও আমি আশা করতে পারি যে বাইরের কোন লোকই দুষ্কর্মটি করেছে—আসলে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি এই কামনাই করি যে তাই যেন হয়। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধান এখনও পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ করতে পারে নি। আপনার একটি লোককে যদি আমার কাছে পাঠাতে পারেন তাহলে সেজন্য আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আমি কাউকে আশা করতে পারি কিনা, পারলে তিনি কে সেটা যদি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন তাহলে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। পুরনো বন্ধুত্বের পরিচয়ে,

যোহান হেইনরিক বেহ্‌রেণ্ড

পুনশ্চ—কথাটার কোন গুরুত্ব আছে বলে বিশ্বাস করি বলে নয়, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ করার জন্যই যোগ করতে চাই, পঁচিশ ফিতের যে বড় প্যাকেটটা আমার নিজস্ব গদীতে পড়েছিল চোর সেটাও নিয়ে গেছে।

জে. এইচ. বি.

চিঠিটা নামিয়ে রেখে কমিশনার উলফ্‌ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর ঠাণ্ডা, ধূসর চোখ দুটি নিজের চিফ-এর দিকে ঘুরিয়ে ব্যবসায়িক সুরে প্রশ্ন করলেন:

"কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি স্যার?"

পুলিশ-সেনেটর ল্যাচমান মাথা নাড়লেন।

"মিঃ বেহ্‌রেণ্ড কি যৌবনকাল থেকেই আপনার বন্ধু ছিলেন?"

"আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম; সেই থেকেই আমরা বন্ধু।"

"আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, মিঃ বেহ্‌রেণ্ড যে সুখকর আশার কথা বলেছেন তার অর্থ কি?

সেনেটর এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "কেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি

www.BanglaBook.org

আপনাকে এত দীর্ঘ দিন ধরে চিনি, আর ইতিমধ্যেই আপনাকে বিশ্বাস করে এত কথা বলেছি যে আমি নিশ্চিত জানি একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পারিবারিক ব্যাপারের প্রতি আপনি সুবিচারই করবেন। আপনি জানেন, আমার একটিমাত্র মেয়ে। উভয় পরিবারের বাবা-মারই আন্তরিক ইচ্ছা যে আমার মেয়ে এবং আমার বন্ধুর ছেলে একটি বন্ধনে একত্র হোক যাতে আমরা সকলেই ঘনিষ্টতর হতে পারি।"

"ধন্যবাদ স্যার। মিঃ বেহ্রেণ্ডকে জবাবটা কখন পাঠাবেন?"

"এখনই পাঠাব ভাবছি।"

"আমি কি বলতে পারি টেলিগ্রাম আপনি পাঠাবেন না?"

"নিশ্চয়। আপনি বলেন তো একটা চিঠিই পাঠাব, আর সেটার বয়ান আপনি বলে দিতে পারেন। আমার একটা ব্যক্তিগত চিঠি সঙ্গে দিয়ে সেটাই পাঠিয়ে দেব।"

কমিশনার বেহ্রেণ্ডের চিঠি ও সংবাদপত্রটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে স্বাক্ষরের জন্য নিম্নলিখিত চিঠিখানা তার চিফ্-এর হাতে দিলেন:

মিঃ যোহান হেইনরিখ বেহ্রেণ্ড, সিনিয়ার,

নুয়েনফেল্ডে, হোলস্টিন:

স্যার: আপনার অনুমতিক্রমে এই পত্রে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার গদি থেকে ডাকাতির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আমাদের অপরাধ বিভাগের কমিশনার উল্ফ্কে প্রয়োজনীয় ছুটি দিয়েছি। তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, অন্য একটা অপরাধের তদন্তের কাজে কমিশনার এখনও ব্যস্ত আছেন, সুতরাং তার এখান থেকে যেতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। অবশ্য আরও চারদিনের মধ্যেই আপনি তাকে আশা করতে পারেন, আর পেঁছনোমাত্রই তিনি আপনার কাজ শুরু করবেন। যেহেতু আপনারা এ ব্যাপারে তদন্ত করে চলেছেন, তাই আমি আশা করি এই সামান্য বিলম্বে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আপিসে খবরটা জানাবার আগেই যে অনিবার্য বিলম্ব ঘটে গেছে, তাতেই চোর নিজেকে এবং লুটের মালকে নিরাপদে সরিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে গেছে। কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঘটনাস্থলে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

পুলিশ-চিফ ল্যাচমান

সেনেটর ল্যাচমান একটু না হেসে পারলেন না। "আজ শুক্রবার—হুম্—এই চিঠি অনুসারে সোমবারের আগে তারা আপনাকে আশা করবে না—হুম্।" তিনি চিঠিতে সই করলেন। "আপনি কখন রওনা হচ্ছেন?"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই স্যার।"

"আর নুয়েনফেল্ডেতে কখন পেঁছবেন?"

"আজ সন্ধ্যায়ই স্যার।"

* * *

www.BanglaBook.org

সেদিন সন্ধ্যায় দশটার ট্রেন থেকে একটি মাত্র যাত্রী নুয়েনফেণ্ড-এ নামল। ভদ্রলোকের চাল-চলন সামরিক বিভাগের কর্মচারীসুলভ, কেতাদুরুস্ত কাটছাটের পোশাক পরনে, তীক্ষ্ন মুখ ও ঠাণ্ডা ধূসর চোখ।

যোহান হেইনরিক বেহরেণ্ড অ্যাণ্ড সন-এর গদীর দিকে তিনি এগিয়ে চললেন।

সাদাসিদে ধূসর পোশাক-পরা ভৃত্য তার কার্ডটা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে দিল। মিঃ বেহরেণ্ড, সিনিয়র, সযত্নে পড়লেন ঃ জর্জ এঙ্গেল, প্রতিনিধি, হ্যারি এস-এগার অ্যাণ্ড সন, লণ্ডন ও বার্লিন।

তিনি বললেন, "এই ভদ্রলোককে মিঃ জুরিজ-এর কাছে নিয়ে যাও ফ্রাঞ্জ। আমার ছেলে বাড়ি ফিরে এলেই আমি খুশি হব। এই ব্যাপারটা আমাকে এতই বিচলিত করে তুলেছে যে এখন আমি কারও সঙ্গেই দেখা করা পছন্দ করি না।"

"আপনি যেমন বলবেন স্যার।" মনিবের দিকে এক নজর তাকিয়েই ফ্রাঞ্জ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনিবের গদীর পাশেই বের্নহার্ড জুরিজ-এর আপিস ; সেই ঘরের অপর একটা দরজা দিয়ে যে-ঘরে সিন্দুকটা আছে সেই ঘরে যাওয়া যায়। একটা আরামদায়ক হাতল-চেয়ারে বসে ক্যাশিয়ার কপালের উপর হাতটা চেপে ধরে ছিল। চাকর ঘরে ঢুকে তাকে কার্ডটা দিল।

"ডেটলেভকে ডেকে দাও।" কেরাণি ঘরে ঢুকলে কার্ডে লেখা নাম ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় উঁচু গলায় পড়ে জুরিজ জিজ্ঞাসা করল, "এই ভদ্রলোকের নামটা কি আমাদের জানানো হয়েছে ?"

"না, মিঃ জুরিজ।"

"ধন্যবাদ।" হাত নেড়ে জুরিজ কেরাণিটিকে বিদায় করল।

চাকর বলল, "মিঃ বেহরেণ্ড তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন।"

"ঠিক আছে, তাকে পাঠিয়ে দাও।"

সে আরও কয়েকটা চিঠির পাতা ওলটাল, কিন্তু এঙ্গেল ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল।

"আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ?"

দুজনেই আসনে বসবার পরে এঙ্গেল অল্প কথায় তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। যে লণ্ডন-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিনিধি তারা বার্লিনে একটা শাখা-কেন্দ্র খুলবে আর তাকে সেই কেন্দ্রের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে। বার্লিন শাখাটি জার্মেনির সব রকম জাতীয় অনুভূতিকে প্রাপ্য সম্মান দিতে ইচ্ছুক, এবং নানা রকম দেশী পণ্য ও বিদেশে তৈরী পণ্যদ্রব্যের একটা ভাল ভাণ্ডার গড়ে তুলতে আগ্রহী। তার প্রধান কাজ হচ্ছে এ দেশের সব চাইতে বড় পণ্যদ্রব্য-প্রস্তুতকারী সংস্থাকে খুঁজে বের করে পণ্যের বরাত-পত্রে স্বাক্ষর করা। বেহরেণ্ড অ্যাণ্ড সন প্রতিষ্ঠানটির এত চমৎকার সুনাম আছে বলেই সে তাদের কাছেই প্রথম এসেছে ; সে তাদের কারখানা দেখবে, পণ্যদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা করবে, এবং সব কিছু প্রত্যাশা মত হলে সঙ্গে সঙ্গে পণ্য-ক্রয়ের বরাত দেবে।

www.BanglaBook.org

এঙ্গেল যখন কথা বলছিল তখন জুরিজ একটা কাগজ-কাটা ছুরি হাতে নিয়ে আনমনে আঙুল দিয়ে খেলা করছিল। এঙ্গেলের কড়া ধূসর চোখ দুটি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে উল্টো দিকের লোকটার দিকে তাকাল।

জুরিজের কাট-কাট মুখে শক্তির আভাষ, কিন্তু তার চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি এবং অন্যমনস্কভাবে একটা যন্ত্র নিয়ে বোকার মত খেলা করা—এই দুইয়ের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ—অন্তত এই মুহূর্তে তো বটেই। তার নীচু কপাল ও প্রশস্ত মোটা ঠোঁট প্রবল জান্তব বাসনারই প্রকাশ, আর তার চোখের কোনে ঘণ কালো রেখা উচ্ছৃংখল জীবনেরই সাক্ষী।

এঙ্গেলের কথা শেষ হলে ক্যাশিয়ার তার দিকে তাকাল; তার নিষ্প্রভ চোখ দুটি যেন সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রশ্ন করল, "আপনার বরাতগুলো বেশ মোটা অংকের হবে কি?"

"১০০,০০০ থেকে ১৫০,০০০ মার্ক-এর তো হবেই।"

"হুম্! আচ্ছা, এত বড় একটা টাকার জন্য আপনার প্রতিষ্ঠান কতটা নিরাপত্তা দিতে পারে সে সম্পর্কে আমি যদি কোনরকম খোঁজ-খবর করি, তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।"

"স্বাভাবিকভাবেই। হামবার্গের জার্মান ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের লণ্ডনের গদীর নিয়মিত যোগাযোগ আছে; তারাই আপনাকে সব তথ্য জানাবে। তাছাড়া, সব বরাতেই নগদে দাম দেওয়াটাই আমাদের রীতি।"

ক্যাশিয়ার কিছু মন্তব্য লিখে রাখল। এত বড় মোটা অংকের একটা বরাতের সম্ভাবনা যে কোন বড় গদীতেই যথেষ্ট আগ্রহ ও মনোযোগ জাগিয়ে তুলত। জুরিজ কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবই বজায় রাখল।

"আপনার আগমনে আমরা খুবই খুশি হয়েছি মিঃ এঙ্গেল। লেন-দেনের কথা যদি পাকা হয়ে যায় তাহলে আমরা সাধ্যমত আপনাদের সেবা করব—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি কি ধরে নিতে পারি যে আপনি কয়েকটা দিন এখানে থাকবেন? তাহলে কাল ঠিক এই সময়ে একবার আসতে পারবেন কি? আমি আমার উপরওয়ালাকে সব কথা জানাব এবং তাকে বলব যেন নিজে আপনার সঙ্গে কথা বলেন।"

* * * *

সেদিন অপরাহ্নে বেহ্রেণ্ড-এর গাড়িটা "ইন"-এর পাশ দিয়ে চলে গেল। তাতে মিঃ জুরিজ ও অপর একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন।

"ইন"-এর মালিক এঙ্গেলকে নিয়ে জানালাতেই বসে ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আরে! ঐ তো গুপ্তচর।"

"গুপ্তচর?" অপরিচিত লোকটি কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

www.BanglaBook.org

"যাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে কিয়েল থেকে, মানে, সেই অপরাধ বিভাগের কর্মচারীটি। জুরিজের সংগে সেও গাড়িতে ছিল।"

"তারা কি মজা করতে বেরিয়েছে ?"

"হয় তো। অথবা তারা কোন নতুন সূত্র পেয়েছে। গত সপ্তাহ থেকেই তারা আশেপাশের সব গ্রামেই গাড়ি নিয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সব জায়গায় যারাই আসছে বা যাচ্ছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের উপরেই নজর রাখছে।"

"হুম! মিঃ জুরিজ ও তার সঙ্গীরা সব কিছুই সহজভাবে গ্রহণ করে," এংগেল বললেন। "ভাবছি আমি নিজেও একটু হাটব", এই কথা বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং বেহরেণ্ড গদীর দিকে হাটতে শুরু করলেন। যখন জানতে পারলেন গদীর মালিক বাড়িতেই আছেন তখনই কার্ডটা পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার ডাক পড়ল।

তিনি ঘরে ঢুকতেই মিঃ বেহরেণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার মস্ত বড় ডেস্কের পাশে পেতে-রাখা আরামদায়ক হাতল-চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

"আমার প্রতিনিধি আমাকে বলেছে, আপনি আমাদের সংগে একটা বড় রকমের লেন-দেনের ব্যাপার নিয়ে জড়িত হতে যাচ্ছেন। দয়া করে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আর এই কথাটি বলার অনুমতি দিন যে আপনার এই বিশ্বাসের সব রকম প্রতিদান দিতে আমরা প্রয়াসী হব।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কথা বলার ধরন ও সুর এতই শান্ত মর্যাদায় পূর্ণ যে আগন্তুক সংগে সংগেই তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মিঃ বেহরেণ্ড সিনিয়রের চেহারা ঠিক ততটা গুরুগম্ভীর নয়, একটা বৃহৎ উদ্যোগের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে যতটা হবেন বলে এংগেল কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু মাঝারি উচ্চতার এই ক্ষীণদেহ মানুষটির উঁচু কপাল ও স্বচ্ছ দুটি চোখে ফুটে উঠেছিল এমন একটা তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যা থেকে তার জীবনের সফলতার ব্যাপারটাকে সহজেই বোঝা যায়।

এংগেল বললেন, "আজকের মত ব্যবসার কথাবার্তা বন্ধ রাখতে আপনার অনুমতি চাইতে পারি কি ? আপনার গদীতে সম্প্রতি যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটে গেছে তার জন্য আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাতেই আমি আজ এসেছি। গত কয়েকদিন যাবৎ আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি ; প্যারিসে থাকাকালে আকস্মিকভাবেই হামবার্গের ল্যাচমান অ্যাণ্ড কোং-এর প্রধান ব্যক্তিটির সংগে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তাদের কাছেই আপনার কথা ও আপনার এই বিরাট ব্যবসার কথা আমি অনেক শুনেছি ; তখন তারা এই দুর্ভাগ্যজনক ডাকাতির কথা কিছুই জানত না। এখানে এসেই আমি প্রথম জানতে পারি এবং আপনাকে আমার সহানুভূতি জানাতে এসেছি।"

বেহরেণ্ড হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

"অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ভাগ্য আমাকে বেশ কঠিন আঘাতই দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতেই পারছি না। এটা হয়তো চিরদিনের মত একটা ধাঁধা হয়েই থাকবে—

www.BanglaBook.org

বস্তুত, ব্যাপারটা ধাঁধা হয়েই থাকবে এটা আমি নিজেও চাই কিনা সেটাও আমি জানি না। তাহলে প্যারিসে ল্যাচমানের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল? যৌবনকাল থেকেই আমি তাকে জানি, আর এইমাত্র তার ভাইকে—আপনি হয়তো জানেন তিনি এখন হামবার্গ পুলিশ বাহিনীর বড় কর্তা—অনুরোধ করেছি এমন একজন কর্মক্ষম সরকারী কর্মচারীকে আমার কাছে পাঠাতে যিনি এই দুঃখজনক ব্যাপারটার উপরে কিছুটা আলোকপাত করতে পারবেন। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যে নির্দিষ্ট কর্মচারীটি সোম অথবা মঙ্গলবারের আগে এখানে পৌঁছতে পারছেন না—সুতরাং কোন রকম সাহায্য ছাড়াই আরও কয়েকটা দিন কাটাতে হবে।

বেহ্‌রেণ্ড সাদা মাথাটা নাড়তে লাগলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল, এই ব্যাপারে তার মনটা খুবই ভেঙে পরেছে। তিনি যখন ঘটনাটা খুলে বলছিলেন তখন তার মধ্যে একটা সকরুণ অসহায়তার ভাব ফুটে উঠেছিল।

"হ্যাঁ, আমি জানি সেই ভাই একজন সেনেটর। আমাদের লণ্ডনের গদী মারফৎ পরিবারটিকে আমি অনেক দিন যাবৎ চিনি। বছর দুই আগে হেলিগোল্যাণ্ডে সেনেটরের মেয়ের—আমার বিশ্বাস তার একমাত্র সন্তান—সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতী, আর আমার বিশ্বাস একটি মহৎ চরিত্রেরও অধিকারী। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ঊনিশ বছর।

বেহ্‌রেণ্ডের মুখটা মনোরম হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

তিনি বললেন, "সত্যি বলছি। হেড্‌উইগ ল্যাচমান একটি মিষ্টি মেয়ে, নিষ্কলুষ, সোনার মতই খাঁটি।

বন্ধুর পরিবারকে নিয়ে বেহ্‌রেণ্ড অনেক কথাই বললেন; মনে হল এঙ্গেলও তাদের সকলকেই বেশ ভাল করে চেনেন। ফলে খুব তাড়াতাড়ি তিনি বেহ্‌রেণ্ডের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ডাকাতির কথায় ফিরে গেলেন এবং বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অজান্তেই তাকে রীতিমত একটা জেরার মধ্যে ফেলে দিলেন।

"আর—কাউকেই আপনি সন্দেহ করছেন না?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কেমন করে করব? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার কোন কর্মচারী এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। কিয়েল থেকে আগত সরকারী অফিসারটিও আমার সঙ্গে একমত, এবং আমার ক্যাশিয়ারও। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুরিজ আমার লোকদের কাছে খোঁজ-খবর করেছেন, খুব সতর্কতার সঙ্গে হলেও বেশ পুংখানুপুংখভাবেই করেছেন। অবশ্য ফল কিছুই হয় নি—অথবা অন্তত একটা ফল হয়েছে, এখন আমরা জেনেছি যে আমাদের বিশ্বাস কেউ ভাঙে নি।"

"সেটা তো খুবই আনন্দের কথা। বাইরে কোন সূত্র কি তারা পেয়েছেন?"

"তিলমাত্রও না।"

"আর চোররাও এমন কিছু রেখে যায় নি যা তাদের ধরিয়ে দিতে পারে?"

"কিছুই না।"

www.BanglaBook.org

"ওঃ, তাই! এটাকে বেশ পেশাদারী কাজ বলে মনে হচ্ছে। আমার আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। মিঃ বেহ্‌রেণ্ড, আমি কি সিন্দুকটা একবার দেখতে পারি; মানে, আমি ভাঙা সিন্দুকটার কথা বলছি?"

বেহ্‌রেণ্ড সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং অতিথিকে নিয়ে স্ট্রং রুমে ঢুকলেন। সবগুলি আপিস ফাঁকা; কেবল চাকর ফ্রাঞ্জ একটা ঘরে কি কাজ করছিল।

সিন্দুকটাকে দেয়াল থেকে ঠেলে সরিয়ে যেখানে রাখা হয়েছিল এখনও সেখানেই আছে। পিছন দিকটা আক্ষরিক অর্থেই যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এঙ্গেল সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন, পেশাদার চোররা যে সব শক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। একটা জিনিস তার নজরে পড়ল; যে দুটো খোপে টাকা রাখা হত, প্রত্যেকটা খোপকেই আলাদা আলাদা পাল্লা দিয়ে বন্ধ করা হত, তার মধ্যে মাত্র একটা খোপকে খোলা হয়েছিল। চোর কি জানত যে এই খোপেই টাকাটা রাখা হয়েছিল? অথবা দৈবই তাকে প্রথম খোপটার দিকে নিয়ে গিয়েছিল? এ ক্ষেত্রে প্রথম খোপটাতেই সে এত বেশী লুটের মাল পেয়ে গিয়েছিল যে দ্বিতীয় খোপটা খোলার কথা তার মনেই আসে নি। এঙ্গেল তার চিন্তার মধ্যে এতই ডুবে গিয়েছিল যে বস্তু-নির্মাতাকে আরও একবার অনুরোধ করতে হয়েছিল এই অপ্রীতিকর বিষয়টা এখানেই থামিয়ে দেওয়া হোক।

বেহ্‌রেণ্ড হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে আপনার অবস্থাটাও আমার মতই হয়েছে। এ রকম ব্যাপার আমি আগে কখনও দেখি নি, দৃশ্যটা আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু এবার আমার সঙ্গে চলুন, আমাদের সঙ্গে আহারে বসে আমাদের সম্মানিত করুন। অতিথি হিসাবে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে যোগ দেবেন।"

* * * *

মস্ত বড় বসবার ঘরটা আরামদায়ক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। এঙ্গেলের দৃষ্টিটা বার বার পড়তে লাগল উঁচু জানালার সামনে ঝোলানো উৎকৃষ্ট লেসের পর্দাগুলির দিকে।

শেষ পর্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন, "এ পর্যন্ত যত ভাল পর্দা আমি দেখেছি তার মধ্যে এই পর্দাগুলিই উৎকৃষ্টতম। নক্সাটা সুন্দর, হাতের মুন্সিয়ানাও উল্লেখযোগ্য। আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিশ্চয়ই এগুলো আপনাদের নিজের তৈরী?"

"সত্যি তাই, আমাদের কারিগর জুরিজের এগুলো গর্ব। রাশিয়ার প্রিন্স পার্কালোর জন্য নক্সাটা বানানো হয়েছিল, আর এখনো পর্যন্ত এ মালটা বাজারে ছাড়া হয় নি। ঐ মাঝখানে যেখানে আমার নাম-চিত্রটা দেখতে পাচ্ছেন, অন্য কাজগুলির মধ্যে ওই জায়গায় আছে প্রিন্সের শিরোভূষণ সহ তারই নাম-চিত্র। প্রিন্সের অনুমতিক্রমে মূল জিনিসগুলির দুটি নমুনা আমি রেখে দিয়েছিলাম, ইচ্ছা ছিল কোন এক সময় প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখাব। কিন্তু আমাদের ডাকাত বন্ধুটি সেগুলিও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের নিশ্চয় শিল্পের প্রতি রুচি আছে, তাই না?"

পরদিন সকালে কারখানাটা পরীক্ষা করে দেখতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। জুরিজ সব কিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল। এঙ্গেল নীরবে কান পেতে শুনলেন, মাঝে মাঝে একটা কথা বলছেন, বা

www.BanglaBook.org

মাথা নাড়ছেন যাতে বোঝা যায় যে তিনি মন দিয়ে সব কথা শুনছেন। ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি মালিকের কাছে কার্ড পাঠালেন। মিঃ বেহ্‌রেণ্ড কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই তাকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে হল। সেখানে টেবিলের উপর একটা এলবাম পড়ে ছিল; বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তিনি সেটা দেখতে লাগলেন। মোটা এলবামটাতে অন্তত পাঁচশ' ফটো ছিল, স্বভাবতই সকলেই প্রতিষ্ঠানের কর্মী। এঙ্গেল অতি দ্রুত পাতাগুলি ওল্টাতে লাগলেন। প্রথম পাতায় ছিল মালিকের একটা একক বড় ছবি। তার পাশেই, জুরিজের মুখ নয়, অপরিচিত কারও মুখ। ছবিগুলি সম্ভবত চাকরির কার্যকাল অনুসারে সাজানো। এঙ্গেল পরের পাতাটা ওল্টালেন। হ্যাঁ, জুরিজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুখ। অতি দ্রুত ফটোটাকে বই থেকে খুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর চাকরকে ডেকে বললেন: এখন আর মিঃ বেহ্‌রেণ্ডকে বিরক্ত করব না। তাকে বলে দিও, আমি কাল সকালেও আসতে পারি।"

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে তিনি রেলওয়ে স্টেশনে চলে গেলেন। "দ্বিতীয় শ্রেণী, কিয়েল, প্রমোদ-ভ্রমণ।" দুপুরে পেঁছেই তিনি সোজা থানায় চলে গেলেন।

কার্ডটা পাঠাবার সময় বুঝিয়ে বললেন: "আমি বেহ্‌রেণ্ড অ্যাণ্ড সন প্রতিষ্ঠানের বন্ধু; এই রহস্যময় ডাকাতির তদন্তের ব্যাপারে আরও সক্রিয় অংশ নিতে চাই। আমি একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি, আর সরকারী সাহায্যের জন্য একটা অনুরোধ জানাতে চাই। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে এ নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই; কিন্তু যদি আমি ভুল না করে থাকি তাহলে পুলিশই আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমি যা জেনেছি সেটা এই: প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী—তার নামটা এখনই বলার দরকার নেই—প্রায়ই নুয়েন-ফিণ্ডেতে অনুপস্থিত থাকছে; শুনেছি প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে এখন সে কিয়েলেই আছে। সে শনিবার সন্ধ্যায় চলে আসে, আর রবিবার সন্ধ্যায় অথবা সোমবার সকালে ফিরে যায়। নুয়েন-ফিণ্ডের লোকজনের মুখ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে সেই ভদ্রলোক এখানে এসে মজা লুটছেন, আর সেটা সত্য কিনা জানার জন্যই আমি এখানে এসেছি। এই তার ফটোগ্রাফ। আমি চাই এই ফটোটা আপনার কর্মচারীদের দেখিয়ে আসুন যাতে আমরা জানতে পারি তারা কেউ এই ভদ্রলোকটিকে দেখেছে কিনা, আর দেখে থাকলে কোথায় দেখেছে।"

ফটোটা এ-ঘর থেকে সে-ঘরে হাতে হাতে ঘুরতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত একটি পুলিশ বলল কিছুদিন আগেই এই ভদ্রলোকটিকে সে দেখেছে—দুটো কি তিনটে রবিবার আগে সম্ভবত "রীডট্" রেস্টুরেণ্টে, মাঝে মাঝেই তাকে সেখানে মোতায়েন করা হয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি মহিলাও ছিল।

"তুমি মহিলাটিকে চেন?" এঙ্গেল শুধাল।

"না স্যার।"

"সে কি ফুর্তির জগতের কেউ?"

"আমার তা মনে হয় না স্যার। খুব ভাল সাজগোজ করেছিলেন, তবে তাকে কোনমতেই দৃষ্টিকটু বলা যায় না।"

www.BanglaBook.org

একজন সরকারী লোককে সঙ্গে নিয়ে এঙ্গেল রেস্টুরেণ্টটার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সেখানে পেঁছে আর একবার ফটোটা সকলকে দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক-জন পরিচারক জোর গলায় বলল ভদ্রলোককে সে চেনে, আর মহিলাটির নামটাও জানে: "লোরে ডুফ্‌কেন।" অনেকবার তাকে "লোরে" বলে ডাকতে সে শুনেছে, আর একবার একটি ভদ্রলোকের কাছে তার পরিচয় দেবার সময় তার শেষ নামটাও শুনেছে। নামটা তার মনে আছে কারণ সেটা তার নিজের নাম "ডুফ্‌কে"-র মতই।

পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করলেন, "ভদ্রলোক কি এখানে এসে অনেক টাকা খরচ করেন?"

"সাধারণত দুটো বোতল নেন, আর মাঝে মাঝে শ্যাম্পেনের অর্ডারও দেন, কিন্তু তার বিল অন্য সকলের চাইতে এমন কিছু বেশী হয় না।"

সরকারী লোক-গণনার তালিকা থেকে মহিলার ঠিকানাটা সহজেই পাওয়া গেল।

পুলিশ অফিসারটি তার উৎসাহী সঙ্গীটিকে বললেন, "আপনি তো নিছক সন্দেহের উপর নির্ভর করেই কাজে নেমেছেন, তাই আপনাকে সাবধানে এগোতে হবে। কোন্ ওজুহাতে আপনি একজনের ঘরে ঢুকবেন?"

এঙ্গেল হাসলেন। "খুব সহজে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দরজায় লেখা যে কোন একটা নাম মনে করে রাখব, আর সেই ঘরের মালিকের সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর জানতে চাইব। আপনার কি মনে হচ্ছে না যে আপনার কাজেও আমাকে লাগিয়ে দিতে পারেন?"

"নিজের সম্পর্কে অতটা বড় ধারণা পোষণ করবেন না। আমি ওই কোণটায় চুরুটের দোকানে অপেক্ষা করব।"

এঙ্গেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। "বি. ডুফ্‌কেন, বিধবা" নাম লেখা দরজার ঘণ্টাটা বাজালেন। একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক দরজা খুলল।

"আমি কি মিসেস ডুফ্‌কেনের সঙ্গে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ, আমি কি করতে—" স্ত্রীলোকটি হঠাৎ থেমে গিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল; তার সম্ভ্রান্তজনসুলভ চেহারা দেখে তার মনে সন্দেহ জাগল, একে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাটা উচিত হবে কি না। "আপনি ভিতরে আসুন না। আমি এখনই আসছি।"

এঙ্গেল ছোট বাইরের ঘরটায় ঢুকলেন। ঘরটার আকর্ষণীয় সাজসজ্জা তার দৃষ্টি এড়াল না। তার মনে একটা প্রশ্ন জাগল, এই সব সমৃদ্ধির পরিচায়ক জিনিসগুলো কোথা থেকে এল। ইংলিশ স্টাইলের আসবাবপত্রগুলি সবই নতুন বলেই মনে হচ্ছে। চেয়ার, টেবিল, পর্দা ও আবরণী সব কিছুই একেবারে নিখুঁত। একমাত্র ভারী কার্পেটটাতেই ব্যবহারের চিহ্ন চোখে পড়ছে। যে মহিলারা এখানে থাকে তারা নিশ্চয় খুব ধনী—অন্যথায় এই ব্যয়বহুল গৃহসজ্জা এখানে একেবারেই বেমানান, কোন রকম বিচারেই এখানে এ সবের থাকার কথা নয়। শেষের ধারণাটি এঙ্গেলের মনে আরও দৃঢ় হল যখন স্ত্রীলোকটি আবার ঘরে ঢুকল এবং ঘরের স্পষ্ট আলোয় তিনি তাকে দেখলেন। তার চেহারায় সমৃদ্ধি

www.BanglaBook.org

বা সংস্কৃতির কোন ছাপ নেই, তার চাল-চলন বিসদৃশ, পোশাকপত্র খুবই সাধারণ। স্ত্রীলোকটি তাদেরই একজন যাদেব অন্যত্র শয়ে শয়ে দেখা যায়, সে নিজে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে মানুষ হয়েছে, আর এখনও এই আর্থিক আনুকূল্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি।

এঙ্গেল নিজের কাজ শুরু করে দিলেন। নিচের তলায় যে ভদ্রলোকটি থাকেন তার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি একটু বাচাল স্বভাবের, আর প্রতিবেশীটি সম্পর্কে তার এত বেশী বলার ছিল যে তার অতিথিটি অনেক বেশী সময় সেখানে থাকতে পারলেন, আর সেই সুযোগে তার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। নিচের তলার ভদ্রলোক সম্পর্কে আর কিছু বলার না থাকায় তিনি কায়দা করে সুন্দর ঘরটার জন্য স্ত্রীলোকটির খুব প্রশংসা শুরু করে দিলেন।

আগ্রহের ভান করে বললেন, "প্রিয় ম্যাডাম, আপনার সদয় ব্যবহারের উপর যদি জুলুম না হয় তো আরও একটা অনুরোধ আপনাকে করতে চাই। আপনি কি দয়া করে আমার মত একজন অপরিচিত লোককে আপনার এই মনোরম বাড়িটার অন্য ঘরগুলি দেখাবেন? আমার বিশ্বাস, সে ঘরগুলিও এই ঘরটার মতই আকর্ষণীয় হবে।"

আত্ম-প্রশংসায় খুশি হয়ে স্ত্রীলোকটি হাসল। বলল, "সে কি? আপনার যদি সত্যি আগ্রহ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই দেখাব।"

বিনীত অনুরোধের সুরে এঙ্গেল বললেন, "কিন্তু দোহাই আপনার, তিলমাত্র অসুবিধাবোধ করলেও এ কাজ করবেন না।"

স্ত্রীলোকটি পাশের দরজাটা খুলল। "এটাই আমাদের সব চাইতে ভাল ঘর—ড্রয়িং রুম।" তারপর এঙ্গেলকে নিয়ে কোণের বড় ঘরটায় ঢুকল। সে ঘরটা আগাগোড়া সেকেলে স্টাইলে সাজানো। আসবাবপত্র সবই উচ্চ মানের ও দামী; ঘরের মালিকের পক্ষে বেমানান।

পাশের ঘরে সাদা হাউস-গাউন পরা একটি তরুণীকে তারা দেখতে পেল। উজ্জ্বল বাদামী চোখ দুটি তুলে কৌতূহলভরে সে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকাল; তারপর অর্ধেক মেঝেতে ছড়ানো কাজের জিনিসগুলো একদিকে সরিয়ে দিল যাতে সকলে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে। দেখলেই বোঝা যায়, তরুণীটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটির মেয়ে; খুব সুন্দরী, ক্ষীণতনু, মনোরমা; মুখখানি মিষ্টি, ভঙ্গীটি আকর্ষণীয়। তার চলাফেরা এতই ছন্দময় ও শোভন যে এঙ্গেলের মনটা তার দিকেই আকৃষ্ট হত যদি না তার চোখ দুটো মেঝেতে বিছানো পর্দাটার উপর পড়ত। লেসের তৈরী ভারী পর্দাটার নক্সা এবং কারুকর্ম দুইই অত্যুৎকৃষ্ট। "ভিলা বেহ্‌রেস্ত"-এ একটি অনুরূপ—না, একেবারে হুবহু একই নক্সার পর্দা সে আগেই দেখেছে! আর তার মধ্যে অর্ধেকটা কেটে বের করে নেওয়া শিরোভূষণসহ একটা নাম-চিত্রও রয়েছে।

অনেক কষ্টে এঙ্গেল নিজের মনকে সামলে নিল। বলল, "আদরের মেয়েটি, তোমার ঘরে এই অভিযান চালানোর জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তোমাকে একটু বিরক্ত করলাম।"

মিষ্টি মধুর স্বরে মেয়েটি বলল, "ওঃ, ওটা কিছু নয়।" আগন্তুক সাগ্রহে পর্দাটার দিকে

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে দেখে সে হেসে বলল, "এটা খুব সুন্দর, না? কিন্তু এই শিরোভূষণটা দেখুন! শিরোভূষণ দিয়ে আমরা কি করব? তাই ওটাকে কেটে বাদ দিচ্ছি, আর নিশ্চিত জানবেন যে কাজটা খুব সহজ নয়।"

"পর্দাটা কোন উপহার হিসাবে পাওয়া কি?"

"হ্যাঁ, আমার ভাবী স্বামী ওগুলো আমাকে দিয়েছে। কোন বিদেশী প্রিন্সের জন্য নক্সাটা করা হয়েছিল, আমরা ছাড়া তিনিই একমাত্র লোক যার এ রকম পর্দা আছে—অবশ্য যে চোর কারখানা থেকে শেষ নমুনাগুলি চুরি করেছে তার কথা স্বতন্ত্র।"

"চুরি?" এঙ্গেল প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, গত শনিবারে আমার ভাবী স্বামী—আমাদের বিয়ের প্রস্তাবের কথা এখনও কেউ জানে না—এই পর্দাগুলো এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর রবিবার রাত থেকে সোমবারের মধ্যে শেষ দুটো নমুনা কারখানা থেকে চুরি হয়ে গেছে যখন সিন্দুকটাও লুট করা হয়েছে।"

"একটা নিরাপদ ডাকাতি? ভারী চমৎকার ব্যাপার!" এঙ্গেল যেন অবাক হয়েই প্রশ্নটা করলেন।

"হ্যাঁ, নুয়েন ফেণ্ডে-তে 'বেহ্‌রেণ্ড অ্যাণ্ড সন'-এর গদী থেকে। আপনি শোনেন নি? কাগজে তো কত লেখালেখি হয়েছে।" ডাকাতি সম্পর্কে যা কিছু তার জানা ছিল সব সে আগন্তুককে বলে দিল, আর অতি-উৎসাহের ফলে কোন্ ফাঁকে যে ভাবী স্বামীর জুড়িজ নামটা তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তা সে জানতেই পারে নি।

* * * *

পরের বছর হেমন্তকালে তরুণ বেহ্‌রেণ্ডের সঙ্গে সেনেটর ল্যাচমানের কন্যার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল; সেই অনুষ্ঠানের সব চাইতে বরণীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনার উলফ্; আপিসের সহকর্মীরা এখন তাকে "লেসের পর্দার দেবদূত (Angel = Engel)" বলে ডাকে।

www.BanglaBook.org